৬ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

সম্পাদক
**শাহাদত চৌধুরী**

নির্বাহী সম্পাদক
**মোহসিউল আদনান**

প্রধান প্রতিবেদক
**গোলাম মোর্তোজা**

প্রতিবেদক
**জয়ন্ত আচার্য**
**সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু**

সহযোগী প্রতিবেদক
**বদরুল আলম নাবিল**
**আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস**

প্রধান আলোকচিত্রী
**তুহিন হোসেন**

আলোকচিত্রী
**আনোয়ার মজুমদার**

নিয়মিত লেখক
**আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী**
**ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা**
**নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন**

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
**সুমি খান**

যশোর প্রতিনিধি
**মামুন রহমান**

সিলেট প্রতিনিধি
**নিজামুল হক বিপুল**

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
**মিজানুর রহমান খান**

কানাডা প্রতিনিধি
**জসিম মল্লিক**

হলিউড প্রতিনিধি
**মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল**

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
**আকবর হায়দার কিরণ**

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
**নাসিম আহমেদ**

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
**শাহরিয়ার ইকবাল রাজ**

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
**নূরুল কবীর**

শিল্প নির্দেশক
**কনক আদিত্য**

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
**এ এল অপূর্ব**

জেনারেল ম্যানেজার
**শামসুল আলম**

**যোগাযোগ**
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
**চট্টগ্রাম অফিস :** ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
**ইমেল ঃ** s2000@dbn-bd.net

**দাম ঃ ১৫ টাকা**

**মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড**
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

**www.shaptahik2000.com**

সুদীর্ঘ সংগ্রাম, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশটি স্বাধীন হয়েছে। স্বপ্ন ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ার। এমন দেশ যেখানে মানুষ শান্তিতে বাস করতে পারবে। কৃষক পাবে ফসলের ন্যায্যমূল্য। সব পেশাজীবী ঐক্যবদ্ধভাবে গড়ে তুলবে দেশটিকে। আজ এ স্বপ্ন পরাহত। নীতিহীন রাজনৈতিক নেতা, অসাধু ব্যবসায়ী, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, আদর্শহীন পেশাজীবীদের হাতে জিম্মি এ দেশটি। এখানে চলে রাজনৈতিক নেতা, সন্ত্রাসী ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে পথে পথে চাঁদাবাজি। খুন এখন সাধারণ ব্যাপার। প্রতিদিনই খবরের কাগজে রক্তাক্ত ছবি।

কৃষক এখানে গায়ের ঘাম ঝরিয়ে শস্য উৎপাদন করে। এ পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় না তারা। অথচ জনগণকে কিনতে হয় কৃষকের উৎপাদিত পণ্য উচ্চমূল্য দিয়ে। কারণ কৃষকের পণ্য বাজারে আনতেই দিতে হয় চাঁদা। কুষ্টিয়া থেকে একটি কাঁচামাল ভর্তি ট্রাক ঢাকা পৌঁছাতে অন্তত পনেরো জায়গায় চাঁদা দিতে হয়। ফলে ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয়ে পণ্যের দাম বাড়ায়। পাঁচ টাকার লাউয়ের দাম ঢাকায় এসে দাঁড়ায় বিশ-পঁচিশ টাকা। মধ্যবিত্তের ওপর পড়ে চাপ। শীতলক্ষ্যা দিয়ে ট্রলার আসতেও অন্তত দশ জায়গায় চাঁদা দিতে হয়। নির্বাচিত ইউনিয়ন চেয়ারম্যানরা এ চাঁদা তোলে।

আসলে দেশটির সাধারণ মানুষ জিম্মি হয়ে পড়েছে নেতা, প্রশাসনের আমলা, পুলিশ, মাস্তানদের হাতে। অভিন্ন স্বার্থের কারণে জিম্মি করেছে তারা সাধারণ মানুষকে। এ কারণে সকল উন্নয়ন আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে।

জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে হু হু করে। প্রতিদিন খুন হচ্ছে মানুষ। কমে যাচ্ছে কৃষির উৎপাদন। বিনিয়োগকারীরা আজ এ দেশে বিনিয়োগ করতে আসছে না। স্থবির এক পরিবেশ। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জোট সরকার নীরব দর্শক। হয়েছে সব অপকর্মের ভাগিদার। বিরোধী দল ডেকে চলেছে হরতাল।

দেশের এ পরিস্থিতি থেকে আজ জনগণকে মুক্তি দিতে হবে। শ্বাসরুদ্ধকর এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমরা কেউ বাঁচতে পারবো না। যারা সন্ত্রাস, ঋণখেলাপি, লুটপাট করে অর্থের মালিক হচ্ছে, তারাও রেহাই পাবে না। তাই সবার বেঁচে থাকার স্বার্থে দেশকে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে।

## ১০-২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশেষ অফার

সাপ্তাহিক ২০০০ বছরে ৪২টি সাধারণ সংখ্যা ও ১২টি বিশেষ সংখ্যা (ঈদ সংখ্যা, ফ্যাশন সংখ্যা, নববর্ষ, রান্না, রাশিচক্র...) প্রকাশ করে। স্টল থেকে কিনতে হলে আপনার বছরে খরচ হবে ১১২৫ টাকা। অথচ গ্রাহক হলে ঘরে বসেই বছরের প্রতিটি সংখ্যা পেয়ে যাবেন ৮০০ টাকায়। পত্রিকা যেদিন বাজারে যায় সেদিন সকালে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানাতেও।

আপনি যদি এখন ছয় মাসের গ্রাহক হন তাহলে আপনার খরচ হবে ৪৫০ টাকা। অথচ এই সময়ে আপনি পাবেন ৮টি বিশেষ সংখ্যা (ঈদসংখ্যা ৩টি, ফ্যাশন ৩টি, রাশিচক্র, রান্না) এবং ১৮টি সাধারণ সংখ্যা। এরমধ্যে একটি ঈদ সংখ্যার মূল্য ১০০ টাকা, ফ্যাশন সংখ্যাগুলোর মূল্য ৪০ টাকা। এখন বুঝতেই পারছেন গ্রাহক হলে কত লাভ।

মাসিক গ্রাহক হবার বিশেষ সুযোগ দিচ্ছে সাপ্তাহিক ২০০০ এই প্রথমবারের মতো। এ সুযোগ শুধুমাত্র ১০-২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ৫০ টাকায় আপনি ঘরে বসেই পেয়ে যাবেন পরবর্তী চারটি সংখ্যা। এই বিশেষ সময়সীমার মধ্যে গ্রাহক হলে আপনি পাবেন আরো বিশেষ দুটি সুবিধা।

সাপ্তাহিক ২০০০ চালু করবে আপনার জন্য **Help line.** আপনার যেকোনো সমস্যা, তা হতে পারে আইনি, স্বাস্থ্য বিষয়ক, মানসিক, সামাজিক সমস্যা জানিয়ে চিঠি লিখুন সাপ্তাহিক ২০০০কে আপনার গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে। ১৫ দিনের মধ্যে বিশেষজ্ঞের সমাধান জানিয়ে দেয়া হবে আপনাকে আপনার ঠিকানায়, প্রয়োজনে (আপনার অনুমতি সাপেক্ষে) পত্রিকাতেও প্রকাশ করা হবে। আপনি যতদিন গ্রাহক থাকবেন ততদিন এ সুবিধা পাবেন। এই সময়সীমায় **(১০-২৩ সেপ্টেম্বর)** যারা গ্রাহক হবেন তাদের মধ্যে লটারি করে ১০০ জনকে দেয়া হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর **বিশেষ টি-শার্ট**।

গ্রাহক হার ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে ঢাকার যে কোন ব্যাংকের ওপর পাঠাতে হবে। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। চেক গৃহীত হয় না। নিজে গ্রাহক হতে পারেন। যে কোন জায়গা থেকে প্রিয়জনকে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন উপহার হিসেবে।

*প্রচ্ছদের কার্টুন : মোঃ আব্দুল হালিম চঞ্চল*